স্কুলের অফিসকক্ষে শিক্ষকের ওপর হামলা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ●

টাঙ্গাইলের মধুপুরে এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে প্রধান শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। তার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ তুলে গত বুধবার এই হামলা চালায় একদল বহিরাগত নারী। পরে স্থানীয়রা গিয়ে ওই শিক্ষককে উদ্ধার করেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বছরের এপ্রিলে আকাশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন আব্দুল জব্বার। বুধবার দুপুরে হঠাৎ করেই একদল নারী তার কক্ষে গিয়ে আক্রমণ করেন। এ সময় কয়েকজন শিক্ষক তাকে রক্ষার চেষ্টা করেন। পরে স্থানীয়রা গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় স্থানীয়রা বিদ্যালয় মাঠে সমবেত হয়ে প্রধান শিক্ষকের বিচার দাবি করেন।

অশালীন আচরণের অভিযোগ

হামলায় অংশ নেওয়া জাহিন ওরফে জাহি ও ঝুমা বেগম বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল জব্বার পড়ানোর সময় আমাদের মেয়ের স্পর্শকাতর স্থানে স্পর্শ করেছেন। একই অভিযোগ করেন সুমি বেগম নামের আরেকজন। ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাজেদা বেগম বলেন, ?'আমি বিষয়টি সকালেই জানতে পেরে স্যারকে জানিয়েছিলাম। স্যার তখন অফিস কক্ষেই ছিলেন। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হামলাকারীরা অফিসে প্রবেশ করে হামলা করেন। আমরা অনেক কষ্টে তাকে হামলাকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করি।

খবর পেয়ে মধুপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিনিধি হিসেবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রিফাত আনজুম পিয়া ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি বিক্ষুব্ধ অভিভাবকদের শান্ত করে বলেন, এমন ন্যক্কারজনক ঘটনার তদন্ত হবে। দোষ প্রমাণিত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

মারধরের শিকার প্রধান শিক্ষক আব্দুল জব্বার বলেন, আমার মেয়েকে স্থানীয় এক যুবক উত্ত্যক্ত করত। তাকে বিভিন্ন সময়ে বোঝানো হয়েছে। কথা না শোনায় তাকে শাসন করা হয়েছিল। সেই ছেলে ষড়যন্ত্র করে এই ঘটনা ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৬

স্কুলের অফিসকক্ষে

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) ঘটিয়েছে। তদন্ত করলে সত্য ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

মধুপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শফিকুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি জেনে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম ও নাজমুল ইসলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।